ভোরের কাগজ

তারিখ 22 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

শিক্ষকদের ছত্রছায়ায় কিশোরগঞ্জে রমরমা কোচিং ব্যবসা

সাইফ উদ্দীন আহমেদ লেনিন, কিশোরগঞ্জ থেকে : কিশোরগঞ্জ জেলার প্রায় সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে কোচিং সেন্টার। রং-বেরঙের বাহারি বিজ্ঞাপন আর মন ভুলানো কথায় এসব কোচিং সেন্টারের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছত্রছায়ায় পরিচালিত হচ্ছে অধিকাংশ কোচিং সেন্টার।

স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরকে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সরকারি নির্দেশ থাকলেও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তা মানা হচ্ছে না। দেখা গেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কোচিং সেন্টারের প্রতি শিক্ষকদের ঝোঁক বেশি। এসব শিক্ষক শ্রেণীতে গিয়ে তাদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রলুব্ধ করছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকগণ স্কুল-কলেজের ক্লাসের প্রতি অমনোযোগী ও উদাসীন থাকেন। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের পুরো সিলেবাস সঠিকভাবে সম্পাদিত হয় না। আর ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে শ্রেণী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হচ্ছে।

এ ব্যাপারে অনেক অভিভাবকের সঙ্গে কথা বললে তারা এ প্রতিনিধিকে জানান, কোচিং সেন্টারের কারণে তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাসের প্রতি নিষ্ক্রিয় ও অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। তাই ছেলেমেয়েদের আবদারের কারণে বাধ্য হয়ে অভিভাবকগণ মোটা অংকের টাকায় ছেলেমেয়েদের কোচিং সেন্টারে পাঠাচ্ছেন।

কিশোরগঞ্জ ওয়াজী নেওয়াজ খান কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন 'ইনস্টিটিউট অব বিজনেস ষ্টাডিজ' এবং কিশোরগঞ্জ পৌর মহিলা কলেজের প্রভাষক শামীম আহমেদ 'কম্বাইন' নামে পৃথক দুটি কোচিং সেন্টার তারা নিজ নামে পরিচালনা করছেন।

নতুন বছর শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। রং-বেরঙের পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। আর ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রসপেকটাস।